২৪-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সার্ভিসের নতুন নতুন ইনভেনশন কর, সেবার বিস্তার কর, সেবার ক্ষেত্রে মাতাদের অগ্রণী করাটাই হল সফলতার সাধন"

প্রশ্নঃ- কোন্ ম্যানার্স ধারণ করে কথা বললে অথরিটির সাথে তোমার কথাকে স্থাপন করতে পারবে ?

উত্তর :- যখন বড়দের সঙ্গে কথা বল তখন 'আপনি-আপনি' করে কথা বলা উচিত। তুই-তুকারী করে নয়। এ হল এক প্রকারের ম্যানার্স। তোমরা নিজেদের অথরিটির সঙ্গে কথা বলো কিন্তু সম্মান অবশ্যই দাও। স্কুলে এইসব ম্যানার্সও শেখানো হয়। ২. কখনও অহংকার যুক্ত হয়ে কথা বলা উচিত নয়। জ্ঞানের নেশায় সর্বদা হর্ষিত মুখ অর্থাৎ হাসি মুখে থাকো। হর্ষিত চেহারা দ্বারাও অনেক সেবা হয় ।

গান :- আজকের মানুষের এই কি অবস্থা, তাদের প্রেম কোথায় হারিয়ে গেছে .....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে পাপাত্মা সংখ্যায় বেড়েছে। ভালো বাচ্চারা প্রার্থনায় বলে যে পাপ বেড়েছে। পাপের জন্যে মানুষ পতিত হয়। স্মরণ করে পাপাত্মাদের পুণ্যাত্মা করতে হে পতিত পাবন এসো। এ হল পতিত দুনিয়া, তাহলে নিশ্চয়ই কোনো পবিত্র দুনিয়াও আছে। নিরাকারী দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয়না। সেটা হল শান্তিধাম। পতিত ও পবিত্র দুনিয়া হল মানুষের জন্যে। কলিযুগী দুনিয়ায় পতিত আছে। সত্যযুগী দুনিয়ায় পবিত্র হয়। পতিত-পাবন বাবা-ই পাবন বা পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করেন। বিদ্বান পন্ডিত গণ শাস্ত্র রচনা করেছেন, নাম দেওয়া হয়েছে ব্যাস দেবের। যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁর নাম তো চাই তাইনা। মানুষ তো জানেই না যে শাস্ত্র কবে রচনা হয়েছে ? এইসব তো তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্যযুগে ত্রেতায় শাস্ত্র ইত্যাদি থাকেনা। ভক্তি মার্গের সেখানে নাম গন্ধ হয়না। বাবা জ্ঞানের দ্বারা জিন্দাবাদ করেন। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্মের জন্যে জিন্দাবাদ হও তারপর মায়া এসে মুর্দাবাদ করে। এই হল মুর্দা অর্থাৎ মৃতকের দুনিয়া, কবরখানা বলা হয়। এই সময় হল ঘোর কবরখানা। বুদ্ধি তো হয়ত সবার কাজ করে। মহাভারী যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ কবরখানায় পরিণত হবে। অন্য সব যুদ্ধে এইরকম হয়না। ভাগবতে লেখা আছে - জ্ঞান সাগরের সব বাচ্চারা কবরে প্রবেশ করে। মায়া কাম চিতায় বসিয়ে সবাইকে ভস্মীভূত করেছে। সবাই কবরে প্রবেশিত আছে। মুসলমানদের কুরানেও আছে - সবাই কবরে প্রবেশ করে। যখন প্রলয়ের সময় হয় তখন তাদের জাগাতে আল্লাহ আসেন। কবরখানাকে পরিস্তান করেন। বাবা বলেছিলেন যে বিড়লা মন্দিরেও লেখা আছে যে দিল্লিকে পরিস্তান করা হয়েছিল। অর্থাৎ নিশ্চয়ই কবরখানাকে পরিস্তান করা হয়েছে । প্রলয় তো হবেনা, কিন্তু মৃত্যু হবে অনেক। সত্যযুগে খুব কম হবে মানুষের জনসংখ্যা। একটি মাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হয়। সেখানে এমন অবস্থা হবেনা যেমন এই গীতটি শুনলে। স্বর্গে কেউ কাউকে দুঃখ দেয়না। এখানেতো কত দুঃখ আছে। একে অপরের খুন করে। বাবার কাছে খবর তো আসেই। কেউ অন্যের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজের স্ত্রীকে শেষ করে। বিষ ইত্যাদি খাইয়ে দেয়। এ হলই পতিত দুনিয়া, তবেই তো গায়ন করে পতিত-পাবন আসুন। কিন্তু নিজেকে পতিত ভাবেনা। কাউকে যদি বল তুমি পতিত তবে রেগে যাবে। এখন তোমরা জানো যে আমরা পতিত ছিলাম। বাবা পবিত্র করছেন। এইসব আবার

দুনিয়াকে বলতে হবে যে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করেন শিববাবা। তোমরা যাঁর জয়ন্তী পালন কর, তিনি এসেছেন। আসলে নিয়ম ছিল – কোনো নতুন আবিষ্কার হলে রাজাকে জানানো হত। রাজা হাতে নিতেন। এখন রাজা তো নেই। এই আবিষ্কারের কথা সবাইকে বলতে হবে। নিজেদের মধ্যে রেজলিউশন পাস (দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া) করে হাজার জনের সিগনেচার নিয়ে গভর্নমেন্টকে জানানো উচিত। আবিষ্কারের প্রচারের জন্যে উচ্চ অথরিটিকে জানানো হয়। যিনি প্রবন্ধ বা ব্যবস্থা করবেন। তাই তোমাদেরও এইরকম করা উচিত। যার জন্মদিন হবে তার বিষয়েই বোঝাও। যেদিন যার উৎসব হবে সেদিন তার বিষয়ে বোঝালেই সবাই বুঝবে। কথা তো ঠিক বলছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে বাবা এসেছিলেন। ভারত যে উঁচু থেকে উঁচু ছিল, সোনার পাখি ছিল এখন একেবারে কড়ি তুল্য হয়েছে। তাদের আবার পরম পিতা পরমাত্মা হীরে তুল্য করেন। ব্রহ্মা দ্বারা এই জ্ঞান প্রদান করেন।

তোমরা বোঝাতে পারো – বাস্তবে প্রত্যেকটি মানুষ হল ব্রহ্মাকুমার – কুমারী। এ হল পদের নাম। ব্রহ্মা দ্বারাই রচনা হয় ব্রাহ্মণ ধর্মের। তারপরে হয় দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – এইভাবে সম্পূর্ণ বংশ লতিকা তৈরি হয়। অতএব তোমরা এই উৎসবে ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। দীপ মালা (দীপাবলী) আসে। এই কথা তো তোমরা জানো এখন বর্তমানে ঘরে-ঘরে ঘোর অন্ধকার রয়েছে। জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন, অজ্ঞান অন্ধকার মিটল। সঠিক অর্থেই এখ ঘোর অন্ধকার। কোনও আত্মা নিজের পিতাকে চেনে না। পিতাকে চিনলেই সবার জ্যোতি জাগ্রত হয়। তাকেই দীপশিখা বা জ্যোতি বলা হয়। তাই এমন মুখ্য পর্বে তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো। তোমরা গভর্নমেন্টকেও বোঝাও। তোমাদের এখন বিশেষভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মাতাদের অগ্রণী করতে হবে। এতে পুরুষের কোনোরকম লজ্জা বোধ হওয়া উচিত নয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা কিভাবে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিগনেচার নিয়ে তারপরে বোঝাও। তোমরা বাস্তবে সকলেই হলে শিবের সন্তান। এমন নয় যে সবাই শিব। পিতা একজন-ই। তিনি হলেন রচয়িতা পতিতদের পবিত্র করেন। একটি জ্ঞাপন পত্র তৈরি করা উচিত। যারা মুখ্য তাদের জানানো উচিত। তোমরা তো মানুষদের জাগাও, মানুষ ভাবে গঙ্গায় স্নান করলে পবিত্র হওয়া যায়। কিন্তু গঙ্গা পতিত পাবনী নয়। পতিত পাবন হলেন একমাত্র নিরাকার। তিনি জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান বর্ষা করেন, বাকি এইসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। এখন বাচ্চারা তোমরা অথরিটি পেয়েছ। শাস্ত্রে লেখা আছে কুমারীদের দ্বারা জ্ঞান বাণ নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ভালো বাচ্চারা কাজ করতে পারে। ভাষণ ইত্যাদি করতে পারে। সেনা বাহিনীতে নম্বর অনুযায়ী থাকে তাইনা। কথা বার্তায় ম্যানার্স প্রয়োজন। নিজের থেকে বয়সে বড়জনকে সর্বদা আপনি-আপনি করে কথা বলা হয়। কিন্তু অশিক্ষিত বাচ্চারা 'আপনি'-র পরিবর্তে তুই-তুকারী করে কথা বলে। পড়াশোনার দ্বারা বুদ্ধিতে ম্যানার্স আসে। টিচাররা তবুও ভাল যারা তাদের পড়িয়ে পদ মর্যাদা প্রাপ্তির যোগ্য করে দেন। রেজিস্টারে ক্যারেক্টর লেখা হয়। আজকাল তো চরিত্রবানেরও বড়ই অভাব। দুনিয়াও বড় নোংরা এখন গানেও শুনেছ যে কি অবস্থা এখন। তোমরা বাচ্চারা জানো – আমাদের ভারতকে কি বলা হত। ভারত স্বর্গ ছিল। সন্ন্যাসিজন বলে দেয় এইসব আপনাদের কল্পনা। সন্ন্যাসীদের জানা নেই আসলে স্বর্গ কি ? যদি কেউ জ্ঞানে আসে তবে খুব খুশী হবে। এই ছবিগুলি খুব ভালো। পাণ্ডবদের বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়। এমন বিশাল রূপ কি ছিল তাদের। রাবণের বিশাল মূর্তি ১০০ ফুট লম্বা তৈরি করা হয়। দিন প্রতিদিন লম্বা করা হয়। রাবণের আয়ু অনেক। ২৫০০ বছর হয়। তোমরা বিজয়া দশমীতে ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। এইটি হল রাবণের রাজধানী, যাকে ডেভিল ওয়ার্ল্ড বলা হয়। খবরের কাগজে কেউ লিখেছিল – এই

হল রাক্ষসী দুনিয়া। যদি কেউ বলে তোমরা এই দুনিয়াকে অসুরী দুনিয়া কেন বল ? তখন বোলো – অমুকে খবরের কাগজে রাবণ রাজ্য বলেছে। বাবা যখন এসেছিলেন বলেছেন এই হল অসুরী দুনিয়া। দৈবী রাজ্য তো সত্যযুগে হয়। এইরূপ মিলে মিশে পরামর্শ করা উচিত।

মুখ্য উদ্দেশ্যটি কিন্তু স্পষ্ট। বাইরে বোর্ডে মুখ্য উদ্দেশ্য লেখা আছে। কোনও স্কুলে অন্ধশ্রদ্ধার বিষয়ে কথা হয়না। সৎসঙ্গ যা আছে সেখানে বেদ ইত্যাদি সব অন্ধ শ্রদ্ধা সহকারে শোনা হয়। যার কোনও অর্থ নেই। এখন বাবা বলেন – হে ভারতবাসী, তোমরা বড় বড় বেদ উপনিষদ ইত্যাদি কবে থেকে পড়ছ ? সত্যযুগ থেকে তো বলবেনা। সেখানে এই ভক্তিমার্গের অংশ নেই। একেই ভক্তি কাল্ট বলা হয়। অর্ধকল্প ব্রহ্মার রাত ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়। ভগবান নিশ্চয়ই আসেন তাইতো শিব জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। নাহলে উনি নিরাকার আসবেন কিভাবে ? অবশ্যই শরীরের আধার নিয়েছেন। তোমরা জানো বাবা ব্রহ্মার দেহের আধার নেন। ওঁনাকে আসতে হয় ভারতে। বাবার জন্মও হয় ভারতে। ব্রহ্মার জন্মও হয় ভারতে। বাবা বিরাট রূপের বিষয়েও বলেছেন। এই ব্রাহ্মণ ধর্ম হল শিখা বা টিকি। তোমরা এখন প্রাক্টিক্যালে হয়েছ তাইনা। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের উপরে রয়েছেন নিরাকার শিববাবা তারপরে ব্রহ্মার দেহ দেখানো হয়। এই সরস্বতী এবং ব্রাহ্মণ কুল তারপরে দেবতা কুল , ক্ষত্রিয় কুল – এইভাবে অনেক জন্ম হয়। একেবারে স্পষ্ট ও সঠিক তৈরি হয়। ব্রহ্মার রাত , সরস্বতীর রাত , ব্রহ্মা– বংশীদেরও রাত। দিনের সময় সব ব্রাহ্মণ দেবতায় পরিণত হয়। বাচ্চাদের তো অনেক পয়েন্ট দেওয়া হয় , তাদের ধারণ করতে হবে। এমন নয় এক কান দিয়ে শুনে, বাইরে গিয়েই শেষ। যেমন অন্য সৎসঙ্গ গুলিতে কথা কাহিনী ইত্যাদি শুনে চলে যায়। এখানেতো তোমরা প্রত্যক্ষ ফল পাও। জানো যে এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হবে। সেখানে কোনো মুখ্য উদ্দেশ্য নেই।

বাবা তো অনেক বোঝান কিন্তু জ্ঞানে আসার সংখ্যা খুবই বিরল। কেউ তো আবার ট্রেটর অর্থাৎ বিশ্বাস ঘাতক হয়ে যায়। বোঝান উচিত – এই হল যুদ্ধের ময়দান। মায়া খুব প্রবল। কেউ ফেল হয়ে যায়। এসবও ড্রামার খেলা। সবাই কি আর জিততে পারে। বাচ্চারা জানে আমরা মায়া রাবণের কাছে হেরেছি। হার জিতের এই খেলা। মায়ার কাছে হারলেই হার। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে বিশ্বের মালিক হই। এই নেশা স্থায়ীভাবে থাকা উচিত। নেশা ভঙ্গ হয় কেন ? বিশ্বের রচয়িতা পিতার কাছে জ্ঞান অর্জন করি ! নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হই ! এমন কি হয় যে স্টুডেন্ট পাঠ্যক্রম ও শিক্ষক দুটিকেই ভুলে যায়। তাহলে এখানে কেন ভুলে যাও ? বাড়ি গেলে সবাই একেবারেই ভুলে যায়। এখানে খুব নিশ্চয় বুদ্ধি থাকে। কত চোখের জল ফেলে , এখান থেকে বাড়ি গেলে আর চিঠিও লেখেনা। অনন্য বাচ্চারা যারা পান্ডা রূপে আসে তারাও ভুলে যায়। অন্তত পক্ষে সার্ভিস সংবাদ তো লেখা উচিত – বাবা , আমরা আপনার সার্ভিসে ব্যস্ত আছি। নচেৎ বাবা ভাববেন মায়া কবর দিয়েছে । বুদ্ধিও বলে এমন বাবা যিনি বিশ্বের মালিক করেন ওঁনাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা মাসের পর মাস স্মরণ করেনা, চিঠি লেখেনা। মায়া অনেককেই মৃত করে দেয়। জীবিত থেকেও চিঠি লেখেনা , তো মরণের পর তো কথাই নেই। বাবাও চিঠি তখন লিখবেন যখন বাচ্চারা লিখবে। যে বাচ্চা বাবাকে স্মরণ করবে সে কর্মাতীত এভারহেলদি হবে। বাবার আশীর্বাদী অবিনাশী বর্সা তো নিশ্চয়ই স্মরণে থাকা উচিত। স্থায়ীভাবে নেশা হওয়া উচিত। এই সময়ে বাচ্চারা তোমাদের মুখ স্মরণ দ্বারাই মিষ্টি হয়। জানো যে সৃষ্টির রাজ্য রূপী মাখন আমরাই প্রাপ্ত করি। কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয় অর্থাৎ বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত

হয়। মালিকানা অধিকারেও স্ট্যাটাস আছে কিনা। যে যত করবে , সে তত পাবে। তোমরা জানো বাবা আমাদের পড়ান। পরম পিতা বলা হয় তাইনা। সুতরাং পিতার কাছে অবশ্যই বর্সা প্রাপ্ত হয়। মাতা-পিতা চাই তবে সন্তানের জন্ম হবে , তবে বর্সা প্রাপ্ত হবে। বলাও হয় তোমরা মাতা-পিতা আমরা সন্তান তোমার। তোমার সহজ রাজ যোগের শিক্ষার ফলে আমরা স্বর্গের মালিক হই। বোঝান উচিত তিনটি সৈন্য বাহিনী তো যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যাদের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি ছিল তারা শেষ হয়েছিল। বাকি যাদের ভগবানের সঙ্গে প্রীতি ভাব ছিল তারা স্বর্গের মালিক হয়েছে। গভর্নমেন্টকে জানান দেওয়া আমাদের কর্তব্য। যেসব বড় বড় অফিসার তোমাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সিগনেচার নিতে পারো, তারাও খুশি হবেন। এরা তো খুব ভালো কাজ করছে। পরিশ্রম করো। এর জন্যে অবসর সময় চাই, যাতে সামলাতে পারো। সার্ভিস বৃদ্ধির জন্য অনেক রকমের যুক্তি আছে। কিন্তু বাচ্চাদের মনে কখনও অহংকার এসে যায় বা ফামিলিয়ারিটি অর্থাৎ আত্মীয়তা বেড়ে যায় যার ফলে অনেক ক্ষতি হয়। জ্ঞানের নেশায় চেহারা সর্বদা হর্ষিত মুখ থাকা উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মুখ্য উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করবেনা।

২) বিশ্ব রচয়িতা পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন , আমরা ওঁনার স্টুডেন্ট - এই নেশাতে থাকতে হবে। সার্ভিসের ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি আবিষ্কার করে সেবায় বিজী থাকতে হবে।

বরদান :- সুখের সাগর বাবার স্মরণ দ্বারা দুঃখের দুনিয়ায় থেকেও সুখ স্বরূপ ভব

ব্যাখা: সর্বদা সুখের সাগর বাবার স্মৃতিতে থাকো তাহলে সুখ স্বরূপ হয়ে যাবে। দুনিয়ায় যতই দুঃখ অশান্তির প্রভাব থাকুক কিন্তু তোমরা নির্লিপ্ত এবং সস্নেহী (ডিটাচ ও লাভিং) স্বরূপে , সুখের সাগরের সঙ্গে আছো তাই সর্বদা সুখী , সুখের দোলনায় দোলায়মান থাকো। মাস্টার সুখের সাগর বাচ্চাদের দুঃখের সঙ্কল্প স্পর্শ করতে পারেনা কারণ তারা দুঃখের দুনিয়াকে পার করে সঙ্গমে এসে পৌঁছেছে। সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ তাই সুখের সাগরের ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসমান হও।

স্লোগান - মন ও বুদ্ধিকে একটি পাওয়ারফুল স্থিতিতে স্থিত করাই হল একান্তবাসী হওয়া ।